ডাক্তারের ডায়েরী

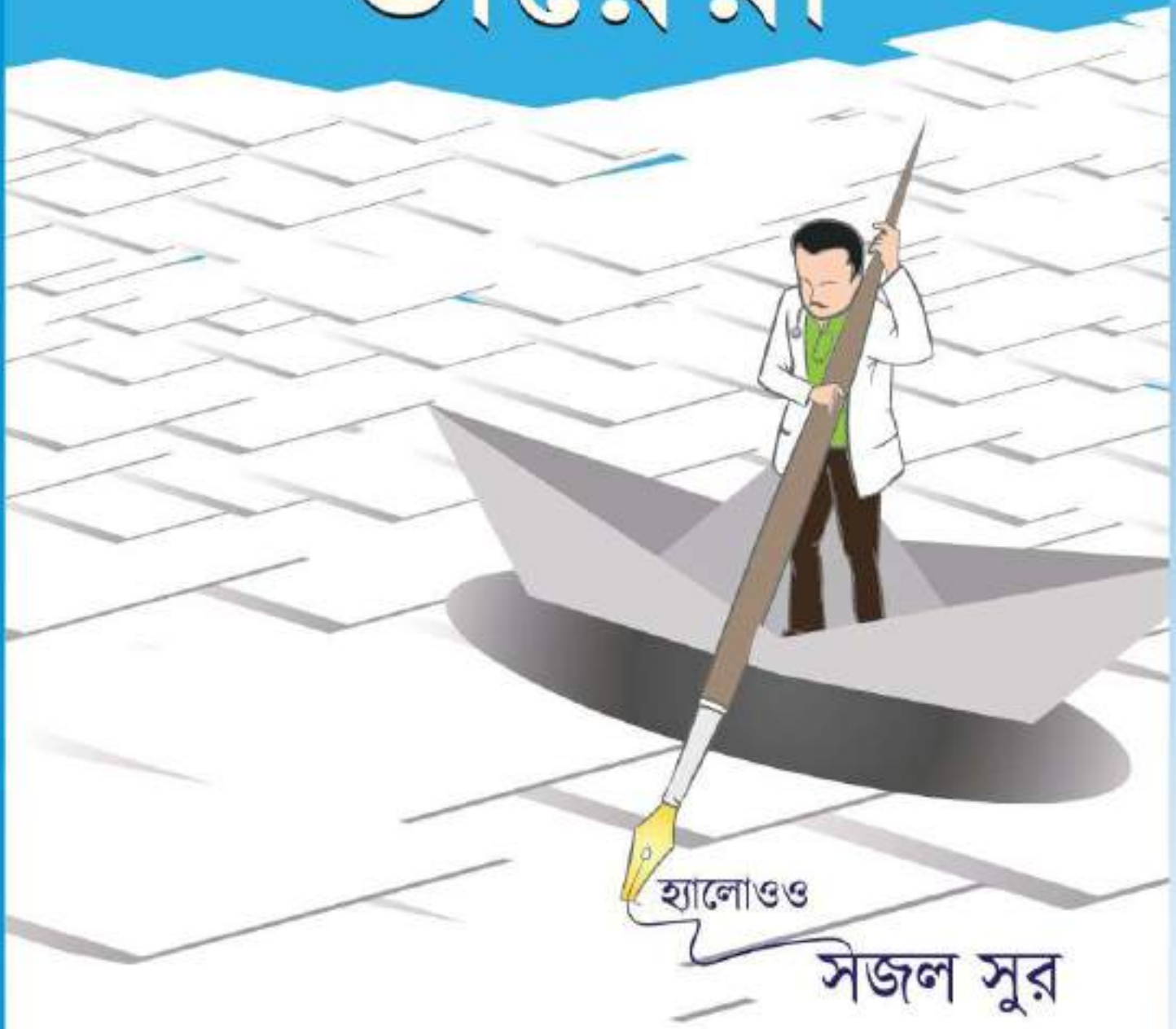

হ্যালোওও

সজল সুর

ডাক্তারের ডায়েরী
সজল সুর

ডাক্তারের ডায়েরি

ডা. সজল সুর

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী

ডি এল— ১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক,
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

ডাক্তারের ডায়েরি
DACTARER DIARY

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০২৩

প্রচ্ছদ : কল্যাণ দাশ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
(প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশ মুদ্রণ বা
প্রতিলিপিকরণ
আইন অনুযায়ী করা যাবে না)

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে
মিলন গঙ্গোপাধ্যায় ও রুমা চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত
কর্মসচিব : সমীর দাস

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
অনিকেত কম্পিউটার
১২/৯/১, পল্লীশ্রী, রহড়া, পোঃ- রহড়া,
কলকাতা - ৭০০ ১১৮
মোবাইল : ৯৮৩০৬৮৫৪০৩

ISBN : 978-93-95825-05-4

প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশক
ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী
ডি এল— ১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১
মোবাইল : ৮৬৯৭১৬৬৭১৩, ৮৯১০১৫৫৩৫৫, ৯৮৭৫৩৬৪৫৩১

বিনিময় : ৪০০ টাকা

ভূমিকা

-- স্যার, আপনি লেখেন কখন? ডাক্তাররা তো ভীষণ ব্যস্ত। সারাদিন রোগীর পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। সময় কোথায় তাদের?

একটু চেনা পরিচিত রোগী যারা আমার লেখালেখির খবর রাখেন, মাঝেমধ্যেই তাঁরা আমায় এ প্রশ্নটা করেন। আমি একটু ক্যাবলা ক্যাবলা হাসি হেসে মুখে বলি,

— ঐ, যখন যা সময় পাই। যা মনে আসে তাই লিখি। রোজকার স্ট্রেসটা একটু কমে, তাই এইসব হাবিজাবি করি।

মুখে না এনে মনে মনে যেটা বলি সেটা অবশ্য উল্টো। সেটা এইরকম,

— সব ডাক্তার কী আর ব্যস্ত হয়? এই আমার হাতেই তো দেদার সময়। ডাক্তার ব্যস্ত হলে পিছনে রোগী ছোটে শুনেছি। ডাক্তার কেন রোগীর পিছনে ছুটে মরবে? আপনি কী ছোটাছুটির হিসেব করে আমার কামাই কত জানতে চাইছেন?

ছাত্র-ছাত্রীদের "গার্জেন"দের সামনে যেমন শিক্ষক, তেমনি রোগীদের সামনেও ডাক্তাররা ভদ্রলোক। রাগ দেখাতে নেই। মুখে খারাপ কথা বলতে নেই। মানুষজন অভদ্র বলে। সবাই কী করে যেন ভুলে যায় এরাও তাদেরই মত রক্ত মাংসের মানুষ। রাগ-অভিমান, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়েই এদেরও মনের ভিতরটা গড়া। সেখানেও গড়ের মাঠের গড়াপেটা চলে। মাঝেমধ্যেই সংসারের মাঠে খেলতে খেলতে সেমসাইডও হয়ে যায়। এটাই জীবন, তবে লুকিয়ে রাখা। দেখানো যায় না।

এসবকিছু নিয়েই এই 'ডাক্তারের ডায়েরি'। আপনারা পড়ুন, লিখে যান মনের কথা আর মন খুলে ভাবতেও থাকুন। যতদিন বাঁচি, মন খুলেই না হয় বাঁচি। একটাই তো জীবন।

সবাই ভালো থাকুন। অন্যকেও ভালো রাখুন। আজ এটুকুই।

সঞ্জয় সুর
জানুয়ারি, ২০২৩
সল্টলেক

উৎসর্গ

"আমাকে দেখাতে আসা সমস্ত রোগীদেরকে, তাঁদের সুস্থতা কামনায় "

প্রাক্‌কথন

ডা: সজল সুর পেশায় চিকিৎসক। কিন্তু তার বাইরেও এ জীবিকার অন্য অনেকেরই মতো তিনিও একজন অনুভূতিশীল মানুষ। রোগীর অসুখ সারাতে সারাতে, রোগী বা তাঁর পরিবারের লোকজনের সাথে চেম্বারের আলাপচারিতায় তিনিও সময় সময় আরও অনেক চিকিৎসকের মতো মনে মনেই নিজেকে একাত্ম করে ফেলেন। চিকিৎসকদের সমস্যাই হল, নিজেদের মনের অনুভূতি তাঁরা কখনোই রোগীর সামনে প্রকাশ করেন না। তাতে পেশাদার জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা প্রবলভাবে দেখা দেয়। তার চেয়ে মনের গভীরে ছুটে বেড়ানো সেসব অনুভূতি বরং কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ করা অনেক শ্রেয়।

আরও অনেকেরই মতো কাজের চাপে হাঁপিয়ে উঠলেই শ্রী সুর পায়ের তলায় সর্ষে ফেলে বাউন্ডুলে হয়ে যান। তখন মনের আনন্দে প্রকৃতিকে ভালোবেসে এ ধরিত্রীর বনে-বাদাড়ে,জলে-জঙ্গলে অথবা মরুভূমি বা পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে পড়ে পাওয়া সময়ে তিনি রোগীর সাথে একাত্ম হয়ে পড়ার সেসব ঘটনা সমূহ অথবা নিজের মনের নানা ভাবনার প্রকাশকে পুনরায় খুঁজে নিয়ে "একের পরে এক" কে সাজিয়ে সাজিয়ে অনুভূতির মালা গেঁথে চলেন। এভাবেই সৃষ্টি তাঁর এই "ডাক্তারের ডায়েরী "। এসব ছোট্ট অনুভূতি বা গল্পগুলো আসলে তো আমাদেরই জীবনের গল্প, আমাদেরই মনের ভাবনার বিচ্ছুরণ। কোথাও না কোথাও তো আমাদেরই অনুভূতিরা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই জীবনের নানা সুখ বা অ-সুখের সাথে, এই বইটির মতো , এরই একের পর এক পাতায়।

"ডাক্তারের ডায়েরী " পাঠকদের ভীষণ ভালো লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ধন্যবাদান্তে
সৌমেন চক্রবর্ত্তী
অমনিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে
(চলভাষ : ৮৬৭৯৬৬৭৯৩)

বিধাননগর
জানুয়ারী, ২০২৩

সূচীপত্র

হ্যালোওওওও	১০
হ্যালো গুল্টে	১৬
মুস্তাক আহমেদ শাহ ও আমি	২১
পাপী আপদ	২৪
টুকরো জীবন আর রঙ পেন্সিল	২৬
বইওয়ালা	৩১
বেঁচে থাকতে থাকতে	৩৭
পেটানায়	৪০
বিচিত্র এই দেশে	৪৬
অ-সুখ	৪৭
ঈদ	৫২
পরীক্ষা	৫৩
যেতে যেতে পথে হল দেরি	৫৬
সদগুরুর সন্ধানে	৫৯
নিজের কুণ্ডল নিজের গায়ে	৬৪
নীলকণ্ঠ	৭০
সর্বনেশে বগধারা	৭১
বাঁচতে ভালোবেসে	৭২
এক মন্ত্রীমশাইয়ের স্মৃতি	৭৫
প্রশ্ন	৭৮
সহজ প্রশ্ন	৮০
মাসিয়ার, ঋষিক ও আমি	৮২
বড়ি দেওয়ার গল্প	৮৩
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে	৮৫
এমন বন্ধু আর কে আছে?	৮৬
অপেক্ষায়	৯১
কর্মফল	১০০
রাম রহিমের জুতো	১০২
কাঁচের বৃষ্টি	১০৭
ভগবান জানেন	১০৯

শুভি দেশের খোঁজে	১১২
সন্তানদের ভালো শিক্ষা ও ব্যক্তিগত মতামত	১১৬
একান্তই ব্যক্তিগত	১১৮
কহেন কালিদাস	১২৩
শিল্পী	১২৫
দোষ	১৩৩
মৃত্যুঞ্জয়ী	১৩৭
একদিন ঝড় থেমে যাবে	১৪১
বৃত্তের পথে	১৪৬
ইফতারের আকাশে	১৫৪
জ্বালা	১৬১
চলে যেতে যেতে	১৬৭
অসমাপ্ত	১৭১
পরিশেষে	১৭৬
ভালো আছি	১৮২
দুর্গা	১৯০
মায়া	১৯৫
মাসিয়ার রহমান ও আমি	১৯৮
জীবনের বাইশ গজে	২০১
ভ্যালেন্টাইন ডে	২০৪
পঞ্চমীর চাঁদ ওঠে দূরে বাঁশবনে	২০৫
খ্যাতির বিড়ম্বনা	২০৬
স্বপ্ন-দীপ	২০৮
কঙ্কালি আলো	২১১
মলিনাদি	২১৩
জীবনের গোল্লায়	২১৯
বানু	২২৬
ভগবান	২৩২
কাঁচামিঠে	২৩৭
কিছু চাওয়া, কিছু পাওয়া	২৩৯
ভয়	২৪১
প্রজাতন্ত্র দিবস ও ধূপকাঠি	২৪৭